২৬/১০/২০০০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ...

পাঠ্য পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব কেন?

আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরু হইতে আর মাত্র দুই মাস বাকী। কিন্তু এখনো নূ পাঠ্য পুস্তক ছাপানো শুরু হয় নাই। সে জন্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের স সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, হয়তো আগামী শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রী আগের বছরের মত আগাম বছরের শুরুতে পাঠ্য পুস্তক হাতে পাইবে না। ব বাহুল্য, পাঠ্য পুস্তক বোর্ড দেশের শিক্ষা বিভাগের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যুগের চাহিদা সামনে রাখিয়া পাঠ্য পুস্তকের পঠিতব্য বিষয় নির্ধারণ, পরিবর্ত পুস্তক ছাপা ও যথাসময়ে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ইহা সবই এই বোর্ডে দায়িত্ব। ইহার বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডকে সারা বছর অত্যন্ত তৎপর থাকি হয় এবং পুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণ নিশ্চিত করিতে হয়। দেখা গিয়াছে, জুলাই আগষ্ট মাসের মধ্যে পুস্তক ছাপা শুরু না হইলে জানুয়ারী মাসে নূতন ক্লাস শুরুর সময় ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। আগামী বছরেও এই সমস্যা সৃষ্টি হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইত্তেফাকের এক সংবাদে বলা হইয়াছে, এই অক্টোবর মাসেও বোর্ডের দাপ্তরিক কাজ শেষ হয় নাই। এবং নির্ধারিত প্রেস বই ছাপার জন্য এখনো ওয়ার্ক অর্ডার পায় নাই। উল্লেখযোগ্য, শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বছরে সাড়ে পাঁচ কোটি বই এর প্রয়োজন। ইহাছাড়াও উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকও রহিয়াছে। অন্যদিকে এই কয়েক কোটি বই প্রকাশের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে মাত্র একশতের বেশী কিছু প্রেস। সংবাদে আরো উল্লেখ করা হইয়াছে, অল্প সময়ে বিপুলসংখ্যক পাঠ্য পুস্তক ছাপা ও বাঁধাই করিতে হইবে বলিয়া প্রেস মালিক সমিতি দু'শ্চিন্তায় রহিয়াছে।

প্রতি বছরই স্কুলের পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণকে কেন্দ্র করিয়া সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই জন্য অনেকাংশে দায়ী যে স্কুল পাঠ্য পুস্তক বোর্ড তাহা স্পষ্ট। পুস্তকের পাঠ্য বিষয় পরিবর্তন বা নূতন বিষয় সংযোজনের কাজটি বছরের প্রথমেই সম্পন্ন করা যায়। এমন কি কোন্ কোন্ প্রেসকে ছাপার দায়িত্ব দেওয়া হইবে আগেই টেন্ডার দিয়া তাহাও নির্ধারণ করা যায়। ছাপার প্রয়োজনীয় অর্থ ও ছাপার কাগজের ব্যবস্থা থাকিলে আমরা মনে করি, অক্টোবরে নয় বছরের মাঝখানে, জুন-জুলাই মাসেই পাঠ্য পুস্তক ছাপা শুরু হইতে পারে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে সকল পাঠ্য-পুস্তক স্কুলে স্কুলে পৌছিয়া যাইতে পারে। কেন যে এই কাজটি বছরের প্রথমে শুরু না হইয়া বছরের একেবারে শেষে গিয়া শুরু হয় তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। একটি বিষয় বিস্তৃত হওয়া উচিত নয় যে, দেশের সকল নারী-পুরুষকে উৎপাদনশীল ও কল্যাণমুখী জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এবং দেশের সকল শিশু-কিশোর যাহাতে স্কুলে পড়িতে যায় তাহা নিশ্চিত করিতে সরকার চেষ্টা করিতেছে। বিনামূল্যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণের মূল উদ্দেশ্য ইহাই। এ জন্য সরকার বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু স্কুল পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের অব্যবস্থাপনাগত কারণে সরকারী লক্ষ্য পুরাপুরি অর্জিত হয় না। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বছরের প্রথমে নূতন বই নয়, পুরাতন বই অথবা বই ছাড়াই ক্লাস শুরু করে। কোন কোন সরকারী বই পাইতে ছাত্র-ছাত্রীদের ৪/৫ মাস পর্যন্ত সময় লাগিয়া যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। শিশু-কিশোরদের অভিভাবকেরা যখন তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য ন্যূনতম খাবার যোগাইতে অপারগ সেখানে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাহাদের স্কুলে পাঠানোর আশা করা বৃথা। বস্তুত দেশের দরিদ্র্য অভিভাবকদের দারিদ্র্যের বোঝা লাঘব করিয়া তাহাদের পুত্র-কন্যাদের স্কুলে আনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় অবৈতনিক ও পাঠ্য পুস্তক ফ্রি করা হইয়াছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক যথা সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে না পৌছানোয় তাহাদের শিক্ষাক্রম বিঘ্নিত হইতেছে তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। বছরের পর বছর এই সমস্যা বিরাজ করায় ইহা এখন অনেকটা জাতীয় সমস্যার রূপ নিয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে, অভিভাবকদের দারিদ্র্যজনিত অবস্থা ও পাঠ্য পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিলম্বে পৌছার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের "ড্রপ আউট" বা ঝরিয়া পড়ার হারও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে এখন অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ। আরও দুই মাস সময় হাতে আছে। বলা হইয়াছে, বই প্রকাশের দাপ্তরিক কাজ শেষ পর্যায়ে। আমরা আশা করিব, অবিলম্বে প্রেসগুলিকে পাঠ্যবই ছাপার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হইবে এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝির মধ্যে ছাপা ও বাঁধাই-এর কাজ শেষ করিয়া বই বিতরণ শুরু করা হইবে। এবং ডিসেম্বরের মধ্যে সকল বই প্রতিটি স্কুলে পৌছা নিশ্চিত করা হইবে। দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রী জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সকল বই হাতে পাইবে আমরা স্কুল পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের